গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
(সাধারণ শাখা)
www.sylhetdiv.gov.bd

স্মারক নং: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.৫৬.০০৩. তারিখঃ / / ২০১৮খ্রিঃ

বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC) –এর ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।
স্থান : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ : ১২/০৬/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।
সময় : সকাল ১২:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট "ক"

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার সভাপতি সদস্য সচিবকে আলোচ্যসূচি অনুসারে সভার কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সদস্য সচিব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁর উপস্থাপনা শুরু করেন। আলোচনার শুরুতে তিনি বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসের প্রতিপাদ্যের উপর আলোকপাত করেন এবং এই দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত কার্যক্রম ও শিশুশ্রমের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC)-এর সভাপতি, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম বলেন, আজ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ও বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের ৫ম সভা। সভার আলোচ্যসূচির মধ্যে রয়েছে শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের যে আইন ও নীতিমালা রয়েছে-তা সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে অবহিতকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা। সরকার ঘোষিত ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের মধ্যে ৪টি সেক্টর (এ্যালুমিনিয়াম,প্লাস্টিক,পাথর ভাঙ্গা শিল্প ও সিরামিক) থেকে শিশুশ্রম নিরসন করতে পারলে-তা আমাদের জন্য একটি বিরাট অর্জন হবে।তিনি বলেন, শিশুশ্রম নিরসন কোন একক ব্যক্তির কাজ নয়, এটি সবার সম্মিলিত কাজ। বিভিন্ন সেক্টর থেকে যদি মালিকরা আসেন এবং তাদের মতামত পাওয়া যায় তাহলে ভালো হয়।তিনি আরো বলেন, আইন প্রয়োগ করা যায় ,কিন্তু আইন প্রয়োগ করে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।আর্থ সামাজিক অবস্থা ও স্যোশাল সেইফটি নেট শতভাগ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে শিশুশ্রম পুরোপুরি নিরসন করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর থেকে আগত কারখানা মালিকদের কাছে শিশুশ্রম প্রতিরোধে তাঁদের মতামত নেন এবং অন্যান্য কারখানা মালিককে সচেতন করার জন্য বলেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন শিশুশ্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে নিরসন করতে হবে। এটা বাংলাদেশ সরকারের একটি অঙ্গীকার। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রথমে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের জন্য কাজ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যেতে হবে। কিন্তু শিশুশ্রমিকদের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে, উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বা বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে দুটি ক্ষেত্র থেকেই শিশুশ্রম নিরসন করা যেতে পারে। এজন্য সরকারী বেসরকারী যে সমস্ত সংস্থা শিশুদের নিয়ে কাজ করছে তাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।	০১ .শিশুশ্রম নিরসনে সরকারী আইন ও নীতিমালা সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে অবহিত করতে হবে। ০২. ৪টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর(এ্যালুমিনিয়াম,প্লাস্টিক,পাথর ভাঙ্গা শিল্প ও সিরামিক) থেকে শিশুশ্রম নিরসন করতে হবে। ০৩. শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে বিভিন্ন সেক্টর এর মালিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। ০৪। শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে কারখানা মালিকদের সচেতন করতে হবে।	০১. উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি,বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়,সিলেট এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট ০২. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট। ০৩. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট। ০৪.বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি বিভাগীয় তথ্য অফিস,সিলেট এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জনাব হিমন কুমার সাহা, উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট, তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১২ ই জুন আই এল ও (ILO) ঘোষিত বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস এবং এ দিনে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের ৫ম সভা আয়োজিত হয়েছে। আলোচনা সভা ও র‍্যালির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে দিবসটি উদযাপন করা হবে। সভায় উপস্থিত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর সহায়তা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশকে শিশুশ্রম মুক্ত করার কথা বলেন।তিনি বলেন,শিশুশ্রম প্রতিরোধে জাতীয় শিশুশ্রম নীতি-২০১০ রয়েছে। ২০১৬ সালের মধ্যে দেশকে শিশুশ্রমমুক্ত করার অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু আর্থ সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তা করা সম্ভব হয় নি। শিশুশ্রম নিরসনে বিভাগীয় কমিটির পাশাপাশি জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি রয়েছে। বিগত ২৪/০৫/২০১৮ খ্রি; তারিখে সিলেট জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিগত ০৬/০৬/২০১৮খ্রি: তারিখে সুনামগঞ্জ জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট জেলায় ৪ টি সেক্টরে শিশুশ্রম মুক্ত করতে হবে। এগুলো হল- এ্যালুমিনিয়াম,প্লাস্টিক,পাথর ভাঙ্গা শিল্প ও সিরামিক সেক্টর। পূববর্তী সভার নির্দেশনা মোতাবেক এসব সেক্টরের মালিকগণকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হয়।কিন্তু এলুমিনিয়াম সেক্টর ব্যতীত অন্যরা উপস্থিত হন নি।শিশুশ্রম নিয়ে কারখানার মালিকদের মতামত জানা জরুরী। তিনি আরো বলেন, বিগত ২৭/১১/২০১৭ খ্রি: তারিখের সভার পর ২১০ টি কারখানা ও ৪১৫টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। এর মধ্যে শিশুশ্রমের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কারখানা রয়েছে ১০৫ টি। যার মধ্যে ৯ টি কারখানায় ১৮ জন শিশুশ্রমিক পাওয়া গেছে। কারখানা মালিকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। কারণ শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে মামলা হলে কারখানা মালিক শিশুশ্রমিককে ছাঁটাই করবে ফলে সে অন্য কোন কারখানায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। কর্মে নিয়োজিত শিশুদের আশ্রয়নের ব্যবস্থা করা জরুরী। বিভিন্ন বেসরকারী এনজিও শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন,আমরা যদি বেসরকারী সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করি তাহলে শিশুশ্রম নিরসনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন সম্ভব।	০৫। ৪ টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর (এ্যালুমিনিয়াম,প্লাস্টিক,পাথর ভাঙ্গা শিল্প ও সিরামিক সেক্টর) মালিকগণকে সভায় উপস্থিত করা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। ০৬। সংশ্লিষ্ট এন, জি, ও, গুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুদের আশ্রয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করতে হবে।	০৫। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট । ০৬। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট ও UCEP, SOS শিশুপল্লী UKBET।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
ইউসেপ প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মাদ মাসুদুর রহমান সভাকে অবহিত করেন যে,ইউসেপ বাংলাদেশ চারটা কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করে তার একটি হচ্ছে CWRA (Child and Woman Rights Advocacy) কম্পোনেন্ট স্কাউটিং, পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট করার পাশাপাশি শিশু ও নারীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে । CWRA কম্পোনেন্ট শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী, অভিভাবক, নিয়োগ কর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে এবং তাদের সচেতন করে। শিশুশ্রমে নিয়োজিত এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ইউসেপ বাংলাদেশে চার বছরের সাধারণ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। ১০+ ঝরে পড়া এবং কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি এমন শিক্ষার্থীদের জন্য এক বছর মেয়াদী শিক্ষা কার্যক্রম (ROLLS-Remedial of Literacy and Life skill) এবং তিন বছর মেয়াদে ৫ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি সমাপ্ত করার সুযোগ রয়েছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে (ইউসেপ ঘাসিটুলা এবং ইউসেপ সোলায়মান চৌধুরী বালুচর) জুলাই মাসে ৭ম শ্রেণিতে ২৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে । সিলেটে ইউসেপ ঘাসিটুলা এবং ইউসেপ সোলায়মান চৌধুরী বালুচর নামক স্থানে দুইটি বিদ্যালয় রয়েছে। ৮ম শ্রেণি সমাপ্ত করার পরে দুই বছর ব্যাপি এস.এস.সি (ভোকেশনাল) কোর্সে (৯ম ও ১০ম শ্রেণি) ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ১৭+ শিশু ও যুবাদেরকে তিন থেকে ছয় মাস মোয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইউসেপে জানুয়ারী ও জুলাই দুইটি সেশন চালু রয়েছে এবং প্রতিদিন দুই শিফটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারপরেও যে কোন সময় তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা শিক্ষা বা কারিগরি যে কোন একটা প্রোগ্রামে শিশু/যুবাদের ভর্তি ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণার্থীদের টেকনিক্যাল স্কুলে আসা যাওয়ার জন্য পরিবহন সুবিধা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে যাদের বয়স ১৮ বছর হয় তাদেরকে Job Placement Componet এর মাধ্যমে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজ এ মানসম্পন্ন চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয় এবং যাদের বয়স ১৭+ তাদেরকে (on the job) শিক্ষানবিস হিসাবে কাজের ব্যাবস্থা করা হয়। এর পাশাপাশি Entreprenureship প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়তা করা হয়। সবশেষে সভাপতির আসন সংখ্যার প্রশ্নের উত্তরে ইউসেপ প্রতিনিধি জানান যে, কারিগিরি প্রশিক্ষণে টেকনিক্যাল স্কুল, বটেশ্বরে বিভিন্ন ট্রেডে ৫১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ বছর তার প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪১৯ জন। এ ছাড়া টেকনিক্যাল স্কুল, বটেশ্বরে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) এ ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে ১২০ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। ২ টি সাধারণ স্কুলে (বালুচর ও ঘাসিটুলা) (ROLLS-Remedial of Literacy and Life skill) এবং ৫ম - ৮ম শ্রেণিতে ১০৫৮ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে।	০৭। ইউসেপকে তাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে আরো প্রচারণা চালাতে হবে । ইউসেপ ও DIFE কে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।	০৭। ইউসেপ, সিলেট ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
UKBET এর প্রতিনিধি জনাব আসাদুজ্জামান সায়েম বলেন তারা বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের যৌথ অংশগ্রহণে পরিচালিত একটি সেবামূলক সংস্থা। সংস্থাটি ১৯৯৩ সাল থেকে সিলেটে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। ২০১৪ সালে তারা শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সাথে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের উপর একটি জরিপকার্য সম্পন্ন করে। উক্ত জরিপে দেখা যায় যে সিটি কর্পোরেশনের ২৭ টি ওয়ার্ডে ৩০০০ এর মতো শিশু কাজে নিয়োজিত আছে। উক্ত জরিপকে ভিত্তি ধরে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। যেহেতু UKBET একটি ছোট সংগঠন সেহেতু সংস্থাটি ৩০০ শিশুর দায়িত্ব নিতে পেরেছে। কিন্তু সংগঠনটি শুধু মাত্র শিশুদের দায়িত্বই নেয় না এটি শিশুশ্রমিকের পুরো পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এছাড়াও এই সংস্থার সাথে ইউসেপ, ব্র্যাকসহ অন্যান্য সংস্থা যারা কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তাদের সাথে ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত আছে। সংস্থাটি এই প্রজেক্টে নিয়োগকারীদেরকেও যুক্ত করেছেন। সম্প্রতি UKBET আরেকটি ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট সার্ভে করছেন যেখানে তিনি শিশুশ্রম কমে যাওয়ার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করেছেন। তবে এই সংস্থা লক্ষ্য করে দেখেছে যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের মূল কারণ হচ্ছে স্কুল থেকে ঝরে পড়া।বাচ্চা যখন স্কুলে যায় না তখন বাবা মা চায় তার সন্তান কোন কাজে যুক্ত থাকুক। জরিপে দেখা গেছে যখন পরিবার দেখে যে একটি শিশু আয় করছে তখন আরেকটি শিশুকেও তারা কাজে নিযুক্ত করতে উৎসাহী হয়।শিশুশ্রম নিয়ে কাজ করতে হলে নিয়োগকারী ও পরিবার সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। এজন্য সকল সংস্থার সমন্বয় জরুরী।	০৮। শিশুশ্রম নিয়ে পরিচালিত/ সংক্রান্ত জরিপকার্য সরকারী বিভিন্ন সংস্থাকে দিতে হবে ও সকল সংস্থার সাথে সমন্বয়ে কাজ করতে হবে।	০৮। UKBET সিলেট ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট ।
বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সদস্য DIG Police সিলেট রেঞ্জ, জনাব মোঃ কামরুল আহসান, বিপিএম মহোদয় সিলেটে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কতজন শ্রমিক আছে, এ সংক্রান্ত কোন সার্ভে বা রিপোর্ট DIFE এর কাছে আছে কী না জানতে চান। উত্তরে না জানানো হলে, তিনি আকবেটের কাছ থেকে তাদের রিসার্চ সংগ্রহ করতে বলেন। আকবেটের রিসার্চে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সেক্টর টার্গেট করে পরিদর্শন পরিকল্পনা করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত দেন।প্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে যেগুলো টার্গেট করা হয়েছে সেগুলো আগে নিরসন করতে বলেন। তিনি DIFE কে সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে বলেন। এজন্য তিনি বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে মতামত দেন।	০৯। শিশুশ্রমিকদের নিয়ে কোন জরিপকার্য সম্পন্ন হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরিদর্শন পরিকল্পনা করতে হবে।	০৯। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট
SOS শিশু পল্লী থেকে আগত প্রতিনিধি জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম খান বলেন যারা স্নেহ বঞ্চিত শিশু অথবা যারা স্নেহ হারানোর ঝুঁকিতে আছে এমন শিশুদের নিয়ে তারা কাজ করেন ।যে সমস্ত শিশুদের মা- বাবা কেউ নেই তাদেরকে কর্মক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেয়া হয়। যাদের বয়স ১ দিন থেকে ৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে আবাসিক সুবিধা দেয়া হয়। যদি কোন কারণে কোন পরিবারের বাবা বা উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি কোন কারণে মারা যান বা অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেক্ষেত্রে ঐসব শিশুকে পড়ার খরচ ও পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে উপার্জনের উৎস বের করে দেয়ার চেষ্টা করা হয় । ঢাকায় সংস্থাটির নিজস্ব ভোকেশনাল স্কুল ও SOS হারমেন মেইনার স্কুলে পড়ার সুযোগ দেয়া হয়। এছাড়া বর্তমানে সিলেটের দয়ামীরে ৪০০ জন শিশু আছে । এদের কারও মা নেই ,বাবা নেই সংস্থাটি তাদের পড়াশুনার খরচ ,বই ,খাতা ,কলম ,দিচ্ছে এবং দুপুরের খাবার দিচ্ছে ।এদের মধ্যে ১০৯ জন শিশু আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে ।	১০। SOS শিশু পল্লী কার্যক্রম সম্বন্ধে প্রচারণা চালাতে হবে ও শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করে এমন সরকারী বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে।	১০। SOS শিশু পল্লী, সিলেট

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
অ্যা[illegible]নিয়াম সেক্টর থেকে আগত উদ্যোক্তা জনাব ফয়সাল আলী জানান, তিনি আলী এলুমিনিয়াম ওয়ার্ক্স এর মালিক।কারখানায় শিশুশ্রম থাকুক তা কোন মালিকই চায় না। তিনি তার কারখানায় কর্মরত ১৮ বছরের নিচের শিশুদের ভারী কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে হালকা ধরনের কাজে দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি অন্যান্য মালিকদেরকেও এ ব্যাপারে সচেতন করবেন বলে জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে তিনি রোটারি ক্লাব সিলেট ব্রাইট এর সদস্য। বটেশ্বরে একটি স্কুল রোটারি ক্লাব কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে । যেখানে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের পড়াশুনার খরচ রোটারী ক্লাব বহন করে থাকে। এছাড়াও ক্লাব ওদের পরিবারে মা-বোনদেরকে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ওদের বাবা-ভাইদেরকে স্বাক্ষর করে তোলার ও প্রোগ্রাম আছে বলে তিনি জানান ।প্রতি তিন মাস পর পর স্বাক্ষরতা প্রোগ্রাম চালান। তিনি পরবর্তী সভায় অন্যান্য সকল শিল্প মালিককে এ সভার কথা বলবেন ও সচেতন করবেন বলে জানান। তাদের এসোসিয়েশনের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে তা আরো ফলপ্রসূ হবে বলে তিনি জানান।	১১। শিশুশ্রমের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে অন্যান্য মালিকগণকে সচেতন করতে হবে। এলুমিনিয়াম এসোসিয়েশন গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে। আগামী সভায় প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম সেক্টরের শিশুশ্রমের তালিকা দিতে হবে	১১। এলুমিনিয়াম সেক্টর থেকে আগত উদ্যোক্তা জনাব ফয়সাল আলী
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব আজম খান বলেন, তিন কারণে শিশুশ্রম হয় । প্রথম গ্রুপটি হচ্ছে প্রফেশন উইথ ফাদার যেমনঃ স্বর্ণকার তার ছেলেকে দিয়ে কাজ করান। এখানে ঝুঁকিপূর্ণ এসিডের কাজও রয়েছে । স্বর্ণকারের আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ার পরও তিনি ছেলেকে এ পেশায় দিচ্ছেন। এ ধরনের অনেক পেশা আছে যেখানে দারিদ্র্য মুখ্য ভূমিকা পালন করছে না।আরেকটি গ্রুপ আছে যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করছে ফলে শিশুশ্রমে যুক্ত হচ্ছে। আরেকটি গ্রুপ বাবা-মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে শিশুশ্রমে যুক্ত হচ্ছে। প্রথম গ্রুপটিকে আমরা খুব দ্রুত সার্ভে করতে পারব, এদের মধ্যে যেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলো নিরসন করতে হবে।	১২। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১২। বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ও উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি।
সভাপতির প্রশ্নের জবাবে মোঃ আব্দুর রফিক উপপরিচালক বিভাগীয় সমাজ সেবা কার্যালয় বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ মেয়ে শিশুদের জন্য সিলেটের শিবগঞ্জে ১০০ আসন বিশিষ্ট শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র রয়েছে । এটা প্রথম দিকে পথশিশুদের জন্য করা হয়েছিল। এখন এটার কাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়েছে ।বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত মেয়ে শিশু কাজ করে তারা কাজ করার পর এখানে তাদের থাকা খাওয়ার ও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে । উক্ত কেন্দ্রে বর্তমানে ৯০ জন আছে, ১০টি সিট খালি আছে।	১৩। শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সম্পর্কে প্রচারণা গড়ে তুলতে হবে।	১৩। সমাজ সেবা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট
বিভাগীয় উপ পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জনাবা তাহমিনা খাতুন বলেন সুনামগঞ্জের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বাচ্চারা ওদের অভিভাবকের সাথে মাছ ধরে। এছাড়াও অভিভাবক যখন পাথরভাঙ্গা শিল্পে কাজ করতে যায় তখন শিশুসন্তানও পাথর ভাঙ্গা শ্রমিকে পরিণত হয়।	১৪। শিশুশ্রমের ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে।	১৪। উপ পরিচালকের কার্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা সিলেট।
সিলেট জেলা মোটর ওয়ার্কশপ সমিতি এর যুগ্ম সম্পাদক বাবলু হোসেন হৃদয় UKBET কে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান যে উক্ত সংস্থা গ্যারেজে কর্মরতদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। তিনি আরো জানান যে, চৌদ্দ বছরের নিচে কোন শিশুকে তারা কাজে নিয়োগ দিচ্ছেন না।	১৫। চৌদ্দ বছরের নিচে কাউকে মোটর ওয়ার্ক্স এর কাজে নেয়া যাবে না।	১৫। সিলেট জেলা মোটর ওয়ার্ক্স সমিতি
সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন ইউনিসেফ শিশুদের নিয়ে সিলেটে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তিনি ইউনিসেফকে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পরামর্শ দেন।	১৬। ইউনিসেফকে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কমিটিতে কো অপ্ট করতে হবে।	১৬। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট ।

সভাপতি শিশুশ্রম নিরসনে নিযুক্ত সরকারী ও বেসরকারী সকল সংস্থাকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার আহবান জানান। সেই সাথে শিশুশ্রম নিরসনে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ও উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভা নিয়মিত করণে এবং আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৬/০৬/১৮

(ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম)
বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
এবং
সভাপতি
বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ
(DCLWC), সিলেট।
ফোন: ০৮২১-৮৪০০০২
ফ্যাক্স-০৮২১-৮৪০০২০
divcomsylhet@gmail.com